তারিখ 14 JUL 2017
কলাম 2

যুগান্তর

হাবিপ্রবিতে ছাত্রলীগের সংঘর্ষে আহত ৩

শেখ রাসেল হলের ৪ কক্ষ ভাংচুর ও দখল

দিনাজপুর প্রতিনিধি

দিনাজপুরে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) ছাত্রলীগের দু'গ্রুপে সংঘর্ষে ৩ জন আহত হয়েছে, ভাংচুর ও তছনছ করা হয়েছে শেখ রাসেল হলের অন্তত ৪টি কক্ষ। এ নিয়ে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করছে। ফের সংঘর্ষের আশঙ্কায় ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এ সংঘর্ষ হয় বলে জানা গেছে।

জানা যায়, বুধবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ রাসেল হলে ছাত্রলীগের পলাশ গ্রুপ এবং গামা গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এতে ছাত্রলীগ হল শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুম বিল্লা, সদস্য সুশান্ত রায় এবং পলাশচন্দ্র রায় আহত হন। আহতদের মধ্যে মাসুম বিল্লা ও সুশান্ত রায় দিনাজপুর এম আবদুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

গামা গ্রুপের মাকসুদুল হাসান গামা যুগান্তরকে জানান, আধিপত্য বিস্তার করতে পলাশচন্দ্র রায় লাঠিসোটাসহ দলবল নিয়ে তার সমর্থকদের ওপর হামলা চালায়। এতে মাসুম বিল্লা ও সুশান্ত রায় আহত হন। তিনি আরও জানান, পলাশচন্দ্র রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে শেখ রাসেল হলের (এক্সটেনশন) ৩১২, ১০৩, ২১৪ এবং ১০১নং কক্ষ থেকে তার সমর্থকদের বের করে দিয়ে কক্ষ ভাংচুর ও তছনছ করেছে। জানতে চাইলে পলাশচন্দ্র রায় বলেন, 'গত রমজান মাসে এক ইফতার পার্টিতে গামা আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

হাবিপ্রবিতে ছাত্রলীগের

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

করে। বুধবার রাতে এর প্রতিবাদ করতে গেলে গামার সমর্থকরা আমার ওপর হামলা চালায়। এতে আমার একটি চোখ মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। পরে এর জবাব দিয়েছি মাত্র।'

হলের ৪টি কক্ষ দখল প্রসঙ্গে পলাশচন্দ্র রায় বলেন, 'ওই ৪টি কক্ষে অছাত্রদের নিয়ে গাঁজা ও নেশার আসর বসত। তাই ওই কক্ষগুলোতে অছাত্রদের বের করে দিয়ে প্রকৃত ছাত্রদের উঠিয়েছি।'

এদিকে হামলা-পাল্টাহামলা, কক্ষ ভাংচুর ও দখল নিয়ে হাবিপ্রবি ক্যাম্পাসে এখন চলছে চরম উত্তেজনা। যে কোনো সময় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা করছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা। এ ব্যাপারে হাবিপ্রবির প্রক্টর ড. মো. খালিদ হোসেন যুগান্তরকে জানান, সংঘর্ষের পর পরই তিনি শেখ রাসেল হলে গেছেন এবং আহত ছাত্রদের খবর নিয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তিনি বলেন, হাবিপ্রবিতে দীর্ঘদিন ছাত্রলীগের কমিটি কার্যকর না থাকায় যে যার মতো করে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে যাচ্ছে।